‘নাগরিকত্বের জন্য আমার কাছে এক লাখ টাকা ঘুষ চাওয়া হয়েছিল’

ফাদার আর টিম

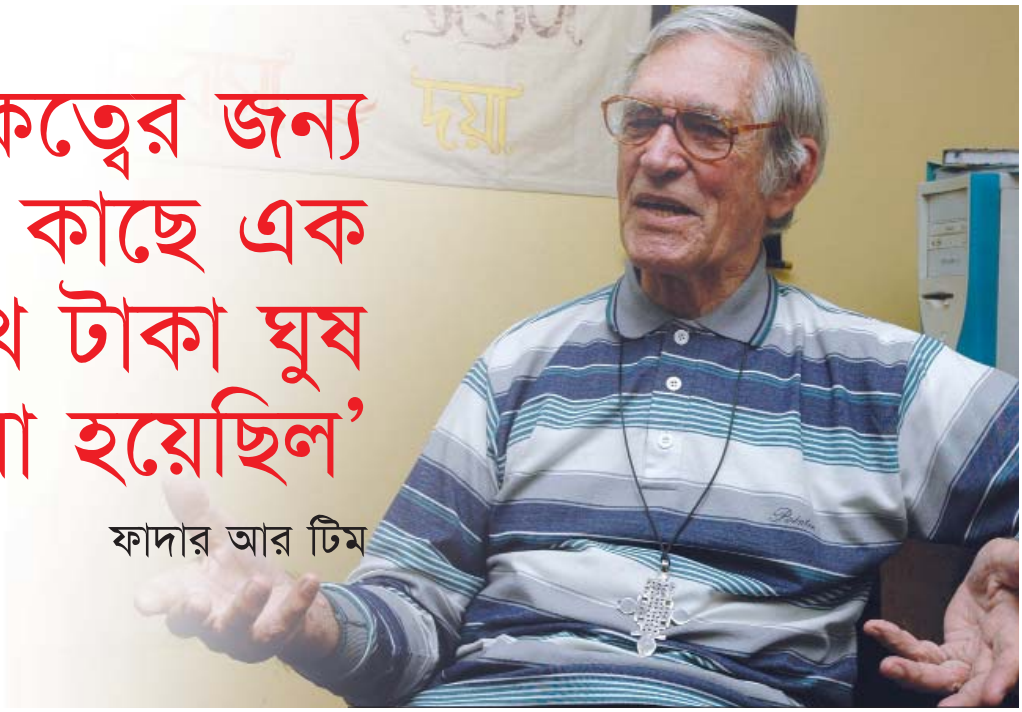

চার বছর বয়সে একটা ছেলে স্বপ্ন দেখেছিল যাজক হবে। পৃথিবীর বুকে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে। শুরু হল সেই স্বপ্নের হাত ধরে পথচলা। সঙ্গী তার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড় ভাই। প্রভু যিশু আর সিস্টার তেরিইসার অনুপ্রেরণায় কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেও শিশুসুলভ সরলতা, কৌতূহল আর দুষ্টুমি কিন্তু হারিয়ে যায়নি ওদের জীবন থেকে। একদিন তাই স্কুল পালাল ওরা দলবেঁধে। সাইকেল চালিয়ে রওনা হল শহরের রেল স্টেশনের দিকে। ট্রেনে চড়ে অভিনেত্রী ডরোথি লামুর যাবে শহরের মধ্য দিয়ে। তাকে দেখা চাই। বড় হবার পর ছেলেটির সেই সাইকেলের দৌড় শহরের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকল না, দেশ-মহাদেশের সীমানাকেও হার মানাল। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ছেলেটি এল বাংলাদেশে। তার কিছুদিন আগে সর্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সে হারিয়েছে তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী বড় ভাইকে। ব্যথাতুর হৃদয়ের সমস্ত মমতা দিয়ে ছেলেটি চাইল এ দেশবাসীর সবটুকু ব্যথা নিংড়ে নিতে। সুখী করতে। সত্তরের ঘূর্ণিঝড়ের পর এ দেশের আরো কিছু মানুষকে সাথে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ত্রাণকাজে। নিরলস সেবা করে গেল সহায়সম্বলহীন ভুখা-নাঙ্গা মানুষদের। কারণ মানুষকে সে মানুষ বলেই চিনতে শিখেছে, মানুষের আর কোন পরিচয় তার কাছে বড় নয়। এরপর শুরু হল স্বাধীনতা যুদ্ধ। বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম। সেই যুদ্ধে এ দেশেরই কিছু জানোয়ার নিজের ভাইয়ের রক্তে হাত রঞ্জিত করতে, বোনের সম্ভ্রম লুটে নিতে পিছপা না হলেও সেই বিদেশী ছেলেটি রুখে দাঁড়াল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গোপনে বাইরের বিশ্বে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার খবর পৌঁছাতে লাগল, যেন বিশ্ব জনমত পাকিস্তানি দখলদারিত্বের বিপক্ষে যায়। একদিন স্বাধীন হল দেশ। পুব আকাশের অন্ধকার লাল-সবুজ আলোয় ফিকে হয়ে গেল। বিদেশীও থেকে গেল পরবাসে, নিজভূমি মনে করেই। এ দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে যতটুকু আনুষ্ঠানিকতা, সেটুকু পূরণ করতে আবেদন করল নাগরিকত্বের। কিন্তু... আমরা তো সভ্য হতে শিখিনি। আমরা তো মানুষকে মানুষও ভাবি না। কাপড় খুলে দেখি সে হিন্দু কি মুসলমান। হিসাব করতে থাকি কে আমার কতটুকু কাজে লাগবে। সর্বোপরি দুর্নীতিতে আমরা হলাম প্রায় হার না মানা চ্যাম্পিয়ন। তাই বিদেশীর কাছে আমরা চেয়ে বসলাম এক লাখ টাকা ঘুষ। ধরণী দ্বিধা হও... এ লজ্জা লুকাই কোথায়?

এতক্ষণ যার কথা বলছিলাম তিনি হলেন ফাদার উইলিয়াম রিচার্ড টিম। সংক্ষেপে ফাদার আর টিম। মিশিগানে জন্ম হলেও ৫৪ বছর ধরে বাস করছেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশের বড় বড় বিপদে সব সময় তিনি ছিলেন মানুষের পাশে। অনেক সাধু নাগরিকের চাইতে দেশের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ অনেক বেশি পাকা হলেও এখনো তিনি রয়ে গেছেন বিদেশী। এর মধ্যে চারবার তার নাগরিকত্বের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই। অবহেলা সয়েও অভিমান নিয়ে তিনি রয়ে গেছেন এ দেশে, শুধু মানুষের জন্য। আসুন কথা বলি তার সঙ্গে। তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা কাহিনী, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, মজার অভিজ্ঞতা, পছন্দ-অপছন্দ এমনকি প্রেম-ভালবাসার কথাও উঠে আসবে এই আলোচনায়...

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **নাসিম আহমেদ, শামীম সুফী ও সাইমন মোহসীন**

২০০০ : আপনার শৈশবের কথা বলুন। কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন? কীভাবে বড় হয়েছেন?

ফাদার টিম : আমার জন্ম আমেরিকায়। ১৯২৩ সালের ২ মার্চ ইন্ডিয়ানার মিশিগান সিটিতে। আমার বাবার নাম জোসেপ এবং মায়ের নাম জোসেপাইন। আমরা চার ভাই-বোন। দুই বোন এবং দুই ভাই। ভাইটা আমার দেড় বছরের বড়। সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারায়। আমার বোনদের প্রত্যেকের সাতজন করে ছেলেমেয়ে। অর্থাৎ আমার মোট ১৪ জন ভাগ্নে-ভাগ্নি। আমার সবচেয়ে বড় ভাগ্নে মেরিন বাইলোজির অধ্যাপক। থাকে নিউজিল্যান্ডে। ওখানেই বিয়েথা করে থিতু হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হবার পর ত্রাণকাজে অংশ নেবার জন্য তার বাংলাদেশে আসার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য! যাত্রার ঠিক আগ মুহূর্তে পড়ে পা ভেঙে যায়। এরপর আর কখনো এ দেশে তার আসা হয়ে ওঠেনি। আমার আরেক ভাগ্নি এ দেশে একটা আইরিশ এনজিওতে যুদ্ধের পর দু'বছর কাজ করেছে। বিহারি এবং রিফ্যুজি ক্যাম্পের মানুষদের উন্নয়নের জন্য সে চেষ্টা করে গেছে। সে সময় কিছু কিছু বাংলা এবং উর্দু শিখেছিল। আমি যখনই ছুটিতে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই, সে সব সময় আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলে।

২০০০ : আপনার বাবা কী করতেন?

ফাদার টিম : আমার বাবা ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র ১৪ বছর বয়সে অর্থের অভাবে তাকে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। এরপর তিনি একটা দোকানে কাজ নেন। কাজের পাশাপাশি নাইট শিফটে পড়াশোনা শুরু করেন। হিসাববিজ্ঞানে পড়েন। ২৩ বছর বয়সে একটা বড় কোম্পানির প্রধান হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা হন। সেখানে ৪২ বছর চাকরি করেন। বাবা ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। সকল কাজের কাজি। বেসমেন্টে তার নিজের একটা কার্পেন্ট্রি এবং মেশিনশপ ছিল। তিনি নিজেই তার বাড়ি ডিজাইন এবং রঙ করেছিলেন। বাবার কাছ থেকেই আমি নিজের কাজ নিজে করার শিক্ষাটা পেয়েছি।

২০০০ : জীবনে কার অনুপ্রেরণা সবচেয়ে বেশি?

ফাদার টিম : অবশ্যই যিশু খ্রিষ্ট আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। আমাদের তিনি বিশ্বের সবখানে ছড়িয়ে পড়তে এবং সুসংবাদ দিতে বলেছেন। আমি যখন এ দেশে আসি, তখন আমাদের রিলিজিয়াস অর্ডারের একটাই মাত্র মিশন ছিল ইন্ডিয়াতে। গত ২০০২ সালে আমরা মিশনের ১৫০ বছর উদযাপন করলাম। আমার দ্বিতীয় অনুপ্রেরণা হচ্ছে একজন যুবতী সিস্টার, যিনি মাত্র ২৪ বছর বয়সে মারা যান। তার নাম ছিল তেরিইসা। কিন্তু সবাই তাকে ডাকত 'লিটল ফ্লাওয়ার' বলে। আমার ৪ বছর বয়সের সময় আমি ও আমার ভাই তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি আমাকে রুপা দিয়ে বাঁধাই করা একটা ছবি উপহার দেন। তার নিজের জীবনী তিনি লিখে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওটাই আমার জীবনে বিরাট অনুপ্রেরণার কাজ করেছে। আমার ধর্মীয় জীবনের শুরুতে অর্থাৎ যখন আমি নটরডেম ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষের ছাত্র, তখনই বইটা পড়ে ফেলেছিলাম। মুগ্ধ এবং প্রভাবিত হয়েছিলাম।

২০০০ : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বলুন।

ফাদার টিম : আমি ছিলাম সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের ছাত্র। ওখান থেকে পাস করে নটরডেম ইউনিভার্সিটির সেমিনারিতে ঢুকি। ফিলোসফিতে বিএ করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন সেমিস্টারের একটা ত্বরান্বিত কোর্স করানো হয়। সে সময় আমি সায়েন্সে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিও প্রায় শেষ করে আনি। পরে বায়োলজিতে মাস্টার্স এবং ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করি।

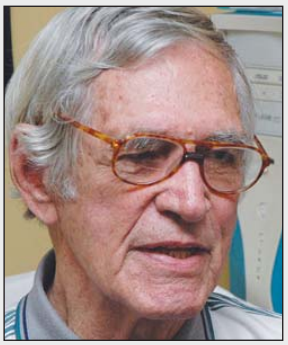

আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমার সবচেয়ে সুখের দিনটি হচ্ছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা দিবস। কারণ যুদ্ধের সময় মাঝে মাঝেই আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সে সময় আমি ভীষণ রাজনীতি সচেতন ছিলাম। বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম

২০০০ : কবে বাংলাদেশে আসেন?

ফাদার টিম : এ দেশে আমি প্রথম আসি ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে। নটরডেম কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এ দেশে আসা। তারপর থেকে এখানেই আছি। প্রায় ৫৪ বছর হয়ে গেল।

২০০০ : আপনার জীবনের সবচেয়ে সুখের ঘটনার কথা বলুন।

ফাদার টিম : সুখের ঘটনা?...আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমার সবচেয়ে সুখের দিনটি হচ্ছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা দিবস। কারণ যুদ্ধের সময় মাঝে মাঝেই আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সে সময় আমি ভীষণ রাজনীতি সচেতন ছিলাম। বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। এখন অবশ্য আমি পুরোপুরি রাজনীতিবিমুখ। কোনো দলের প্রশংসাও করি না, কোনো দলের নিন্দাও করি না। আমার মনে আছে, বিজয়ের দিনে আমরা সবাই রাস্তায় নেমে এসেছিলাম। জনতার মাঝে সেদিন বাধভাঙা আনন্দের উচ্ছ্বাস বইছিল। আর... আমার ব্যক্তিগত জীবনে সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তটি হচ্ছে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হবার ক্ষণটি। প্রতিদ্বন্দ্বী অনেককে পেছনে ফেলে আমি যাজক হলাম। আমার পরিবারের জন্যও এটা ছিল সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত। সবাই মনেপ্রাণে চাইছিল আমি যেন যাজক হতে পারি। কেননা, এটাই ছিল আমার পরিবার থেকে প্রথম কারো যাজক হওয়া।

২০০০ : সবচেয়ে দুঃখের মুহূর্ত?

ফাদার টিম : আমার সবচেয়ে দুঃখের দিনটি হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমার বড় ভাইয়ের নিহত হবার দিনটি। সে ছিল আমার ছেলেবেলার সঙ্গী। তুখোড় বাস্কেটবল খেলোয়াড়। ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে সে সোনার কাপ পেয়েছিল খেলায় অলরাউন্ড পারফরমেন্সের জন্য। ভালো খেলোয়াড় এবং দলের অধিনায়ক হিসেবেও সোনার ট্রফি ছিল তার। যুদ্ধে নিহত হবার খবর যে দিন পৌঁছাল, সেদিন ভীষণ কষ্ট পেলাম। বাবা-মা'র মৃত্যুতেও আমি এত কষ্ট পাইনি। কারণ তারা বুড়ো হয়েছিলেন। জানতাম, প্রকৃতির নিয়মেই একদিন মৃত্যু তাদের ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু অবেলায় ভাইয়ের চলে যাওয়া... ভীষণ কষ্টের।

বাংলাদেশে আমার সবচেয়ে দুঃখের দিন হল যেদিন আমার নাগরিকত্বের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হল, সেই দিনটি। আমি চার-চারবার আবেদন করেছি। প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। তারা আসলে আমাকে প্রত্যাখ্যানও করেনি। তারা যেটা করেছে সেটা হচ্ছে, আমার আবেদনকে তারা আমলেই নেয়নি। প্রথমে বলা হল বিদেশী বলে আমি নাকি যোগ্য নই। পরে কয়েকজন বিদেশীকেও নাগরিকত্ব দিতে দেখলাম। নাগরিকত্বে জন্য আমার কাছে এক লাখ টাকা ঘুষ চাওয়া হয়েছিল। আমি বলেছি, একটা টাকাও দেব না। চল্লিশ বছর একটা দেশে বসবাসের পর যদি ঘুষ দিয়ে সে দেশের নাগরিকত্ব কিনতে হয়, তাহলে সেই নাগরিকত্ব আমার প্রয়োজন নেই...। এ দেশে থাকার জন্য ভিসার পারমিশন দিতেও ওরা গড়িমসি করে। হিলারি ক্লিনটন যেবার বাংলাদেশে এলেন, সেবার বাইশ মাস পরে তড়িঘড়ি করে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিন মাসের ভিসা দেওয়া হল। অন্য সময়ে এই পারমিশন দিতেও ওরা পাক্কা ছয় মাস লাগিয়ে ফেলে।

২০০০ : আপনাকে নাগরিকত্ব দিতে বা এ দেশে থাকতে দিতে সরকারের এত

টালবাহানার কী কারণ বলে আপনি মনে করেন?

ফাদার টিম : উত্তরটা তো খুব সোজা। আমি মানুষের জন্য কাজ করি। মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি। এই বিষয়গুলো তো সরকারের জন্য খুব স্বস্তিদায়ক কিছু নয়। গার্মেন্টস সেক্টরে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ করবার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। সেটাও আমার অন্যতম অপরাধ।

২০০০ : জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন কী বলে মনে করেন?

ফাদার টিম : আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ, যেটা ফিলিপাইন থেকে দেওয়া হয়। আমি ম্যাগসেসে জিতেছি 'ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্টান্ডিং এন্ড পিস'- এর জন্য। এশিয়ায় এটা নোবেল শান্তি পুরস্কারের সমতুল্য।

২০০০ : আপনার জীবনে সৃষ্টি বা উদ্ভাবনের কোনো আনন্দ রয়েছে কি?

ফাদার টিম : আমি বাংলাদেশে প্রায় ২৫০টি নতুন ধরনের নেমাটোড আবিষ্কার করেছি। যেটাকে রাউন্ড ওয়ার্ম বলে। ১৪০ ধরনের নেমাটোডের ওপর একটা লেখা তৈরি করেছি, যাদের বেশির ভাগ আবার আমিই আবিষ্কার করেছি। লেখাটা এনসাইক্লোপিডিয়া অব প্লান্টস এন্ড অ্যানিমেলে যাবে। ড. কামাল সিদ্দিকী এটার প্রধান সম্পাদক। সে অবশ্য আমার বায়োলজির ছাত্র ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়ার আমার অংশটা আমি লিখে ফেলেছি। বাকিরা এখনো কাজ শেষ করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজি বিভাগের প্রফেসর কবীর জানিয়েছেন, এ বছরের শেষের দিকে ওটা বেরুবে। তিনি আমার অংশটার সম্পাদক। এসব কাজে আমি প্রচুর আনন্দ পাই। সেদিক থেকে বলতে গেলে অবশ্যই আমি আমার সৃষ্টি বা উদ্ভাবনে সন্তুষ্ট।

২০০০ : আপনার জীবনের সবচেয়ে মজার ঘটনা কোনটি?

ফাদার টিম : ১৯৫৬ সালে একবার আমি সোনাদিয়া দ্বীপে গবেষণার কাজ করছি। একদিন দেখি দু'জন তাগড়া জোয়ান পুরুষ একে অপরকে শাসাচ্ছে। শাসানিটা শুধু মুখেই নয়, হাত-পায়ের অঙ্গভঙ্গিতেও। শীঘ্রই ব্যাপারটা একটা লড়াইয়ে রূপ নিতে চলল। তাই দেখে আমি আমার ক্যামেরাটা বের করলাম। আমাকে ক্যামেরা বের করতে দেখে ওরা দিব্যি মুখের ভাব পরিবর্তন করে ফেলল। দাঁত কেলিয়ে হেসে ছবি তোলার জন্য পোজ দিল। ছবি তোলা হয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তেই ওরা আবার রণমূর্তি ধারণ করে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি তো হতভম্ব। ঘটনাটা মনে পড়লে আমার এখনো মজা লাগে।

২০০০ : কী ধরনের গান পছন্দ করেন?

ফাদার টিম : টেগোরের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) গান আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে 'আনন্দলোকে...' অথবা 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু...' তো অসাধারণ। তার অনেকগুলো গান ক্যাথলিক চার্চে গাওয়া হয়। তার ডিভোশনাল গানগুলো আমাদের হেম বুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০০০ : কী ধরনের বই পড়তে ভালবাসেন বা কোন বইটি আপনার প্রিয়?

ফাদার টিম : আমি ফিকশন পড়তে ভালোবাসি। অনেকগুলো ফিকশন পড়েছি। সাধারণত প্রতি সপ্তাহে আমি একটা করে উপন্যাস পড়ি। ইদানীংকালের ফিকশনগুলোর মধ্যে আমার 'দ্য ভিঞ্চি কোড' খুব ভাল লেগেছে। বইটা ভীষণ একসাইটিং। যদিও বইটাতে অনেকগুলো ঐতিহাসিক ভুল রয়েছে এবং ওখানে যা লেখা হয়েছে তার বেশির ভাগই সম্পূর্ণভাবে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধী। ওখানে এমন কথাও লেখা হয়েছে যে, যিশু বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি, এটা শুধু একটা গল্প। এটাকে অত সিরিয়াসভাবে নেওয়ার কিছু নেই। তবে অনেক মৌলবাদী খ্রিষ্টান বইটার কট্টর সমালোচক। জানেনই তো... মৌলবাদ সব জায়গাতেই আছে।

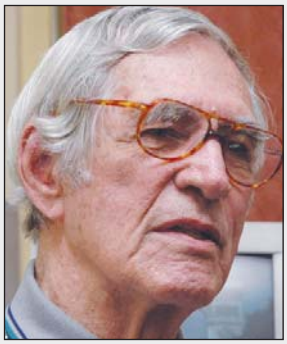

বাংলাদেশে আমার সবচেয়ে দুঃখের দিন হল যেদিন আমার নাগরিকত্বের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হল, সেই দিনটি। আমি চার-চারবার আবেদন করেছি। প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। তারা আসলে আমাকে প্রত্যাখ্যানও করেনি। তারা যেটা করেছে সেটা হচ্ছে, আমার আবেদনকে তারা আমলেই নেয়নি

২০০০ : খেলাধুলা পছন্দ করেন?

ফাদার টিম : হ্যাঁ, অবশ্যই। এ কারণেই এখনো পর্যন্ত আমি সুস্থ আছি এবং এ দেশে কাজ করতে পারছি। সারা জীবন আমি বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেছি। বাস্কেটবল এবং হ্যান্ডবল খেলার কারণে তিন বছর আগে আমার কোমরের জয়েন্ট ছুটে গিয়েছিল। তখন বোন রিপ্লেস করতে হয়েছে। এরপর হ্যান্ডবল খেলা ছাড়তে হল। কলেজ লাইফেও আমি খেলাধুলা করতাম। খেলতাম হিসেব করে। সায়েন্টিফিক্যালি। অন্যরা খেলত দৌড়াদৌড়ি করে। এখন অবশ্য সবকিছুই বাদ দিতে হয়েছে। ইদানীং ঘরে বসে সাইক্লিং করি।

২০০০ : কখনো কাউকে ভালবেসেছেন?

ফাদার টিম : কেন নয়? হা হা হা। আমি তখন হাইস্কুলে পড়তাম। আমার সবচেয়ে ভালো গার্লফ্রেন্ডটি ছিল হলিক্রস ফাদারের ভাতিজি। আমি তার গোত্রেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম। ফাদার ভালো লেখক ছিলেন। আমার গার্লফ্রেন্ড বলত, ফাদার তার একটা উপন্যাস শেষ করার জন্য সব সময় নাকি আমাকে স্টাডি করতেন। আমি যখন সেমিনারিতে যোগ দিলাম, তখন গার্লফ্রেন্ডটি নটরডেম ইউনিভার্সিটির একজন গ্রাজুয়েটকে বিয়ে করে ফেলল। অনেক পরে তার সঙ্গে আবার যখন আমার দেখা হয়, তখন তার অলরেডি আট বাচ্চা-কাচ্চা এবং তাকে আমার মায়ের মত বুড়ো দেখাচ্ছিল। ভাবলাম, যাক বাবা, বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি!

২০০০ : ছোটবেলায়... এই যেমন আট-দশ বছর বয়সে অনেকেই আমরা টিচারদের প্রেমে পড়ে যাই। আপনার ক্ষেত্রে কী এরকম কখনো ঘটেছে?

ফাদার টিম : না, আমার মেয়েদের ভাল লাগত, কিন্তু কোন টিচারের প্রেমে কখনো পড়িনি আমি। একজন শিক্ষক ছিলেন যাকে আমি খুব পছন্দ করতাম। উনি ছিলেন টম বয়ের মত। উনি খুব খেলাধুলা পছন্দ করতেন।

২০০০ : ছেলেবেলায় আপনি কেমন ছিলেন? দুষ্টু?

ফাদার টিম : আমি খুব লাজুক ছিলাম। আমার বড় ভাই আমার থেকে দেড় বছরের বড় ছিল। তার মধ্যে নেতৃত্ব গুণ ছিল। আমরা দুজন সবকিছু একসঙ্গে করলেও আমি তাকে অনুসরণ করে চলতাম। আর আমার বাবা আমাকে খুবই ভদ্রগোছের মানুষ ভাবতেন। খুব পড়ুয়া ছিলাম তো, তাই।

২০০০ : স্কুল পালিয়েছেন কখনো?

ফাদার টিম : একবার। আমরা কয়েক বন্ধু সেবার সাইকেল চালিয়ে রেলস্টেশনে গিয়েছিলাম বিখ্যাত মুভি স্টার ডরোথি লামুরকে দেখতে। ঐ একবার ছাড়া সব সময় স্কুলে একজন আদর্শ ছাত্রের মত আমি খুব রেগুলার ছিলাম।

২০০০ : আপনার কোনো ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে?

ফাদার টিম : উহু, না।

২০০০ : আপনার কোনো পোষা প্রাণী আছে?

ফাদার টিম : কলেজে আমাদের একটা পোষা কুকুর ছিল। ফাদার স্টিভ গোমেজ ওটার নাম দিয়েছিলেন মুগা। সে আমার বেশ ভাল সঙ্গী ছিল। আর আমি নিজে একবার কথা বলা ময়না পুষেছিলাম। সেটা আমার খুব কাজে

লাগত। আমাদের বায়োলজি ল্যাবে একটা বড় খাঁচা ছিল। পাখিটাকে ওখানেই রাখতাম। ছাত্রদের বকা-টকা দিলে সেটা ও ভাল করে শুনত। আমার অনুপস্থিতিতে ছাত্ররা যখন হৈচৈ করত, তখন সে ছাত্রদের 'চুপ কর চুপ কর' বলে ধমক দিত। তাতে অবশ্য ছাত্ররা চুপ হত না, তবে তারা মজা পেত।

২০০০ : আপনার সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন কী?

ফাদার টিম : অনেকে তো স্বপ্নই দেখে না। কিন্তু আমি প্রায় প্রায়ই স্বপ্ন দেখি। সেদিক থেকে আমি ভাগ্যবান। আমার একটা এক ইঞ্চি মোটা ডায়েরি আছে। অনেক স্বপ্নের বিবরণ ওটাতে লিখে রেখেছি। ওটার অর্ধেক পূর্ণ হয়েছে। আমি কেঁচো নিয়ে গবেষণা করতাম। বোধহয় সেজন্যই আমার ভয়ঙ্করতম দুঃস্বপ্নে আমি কেঁচো দেখি। একবার রিলিফ ওয়ার্কে কাজ করছি। হঠাৎ জ্বরে পড়লাম। জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম- প্রত্যেক ফ্যামিলিকে আমি একটা হেলিকপ্টারের অর্ধেকটা করে বিলি করছি। হা হা হা...

২০০০ : জীবনে কাউকে আঘাত করেছেন?

ফাদার টিম : একবার। বাস্কেটবল প্র্যাকটিসের সময় একজন আমাকে বিনা কারণে মেরে বসে। আমিও সঙ্গে সঙ্গেই তার পাওনা চুকিয়ে দিয়েছিলাম।

২০০০ : আপনার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বলুন। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে আপনার খাদ্যাভাসে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

ফাদার টিম : যস্মিন দেশে যদাচার। সকালে আমি টোস্ট, চাপাতি আর ভাজি খাই। দুপুরে খাই তরকারি, ডাল আর ভাত। আর রাতে ইউরোপিয়ান ডিনার।

২০০০ : আপনার ফেভারিট ফুড?

ফাদার টিম : আমেরিকান কেক ও পাই এবং বাংলাদেশের সব ধরনের মিষ্টি।

২০০০ : স্পাইসি ফুড?

ফাদার টিম : হ্যাঁ, পছন্দ করি। তবে কলেজে স্পাইসি ফুড খাবার সুযোগ হয় না। সব সময় আমেরিকান কেউ না কেউ থাকেনই। ওদের জন্য মসলা বাদেই রান্না করতে হয়। তবে কারিতাসের কাজে যখন সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়, তখন রাস্তার পাশের কোনো হোটেল থেকে মসলাযুক্ত খাবার খেয়ে নিই।

২০০০ : আপনার প্রিয় রঙ কোনটি?

ফাদার টিম : পুরুষের প্রিয় রঙ নীল।

২০০০ : মুভি দেখেন?

ফাদার টিম : মাঝে মাঝে।

২০০০ : আপনার প্রিয় নায়িকা কে?

ফাদার টিম : স্পেনসার ট্রেসি।

২০০০ : বাংলাদেশের কোন জায়গাটা আপনার সবচেয়ে প্রিয়...মানে কোথায় অবসর কাটাতে সবচেয়ে ভালবাসেন?

ফাদার টিম : বরিশালে আমাদের কয়েক একর জায়গা আছে, যেখানে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতি বছর আমি সেখানে যাই। ওখানে গেলে আপনি হরেক রকম গাছপালা,ফুল-ফল আর পাখির সমারোহ দেখতে পাবেন। আমি প্রকৃতি ভালবাসি বলে রিলাক্স করার জন্য ওই জায়গাটাকেই পছন্দ করি। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিবিড় শান্তির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া... দারুণ!

২০০০ : ছোটবেলায় কখনো কি আপনার অদ্ভুত কিছু করার ইচ্ছা হত?

ফাদার টিম : দিবা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতাম। নিজেকে হিরো মনে করতাম। এর বেশিরভাগই অবশ্য ছিল খেলাধুলাকেন্দ্রিক। যেন তুখোড় কোনো খেলোয়াড় হয়ে গেছি। সব খেলায় জিতছি। বাস্তবে অবশ্য জিততাম খুব অল্প খেলাতেই।

২০০০ : একাত্তরের অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

ফাদার টিম : যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি ছিলাম মানপুরা দ্বীপে। এর আগে '৭০-এর শেষের দিকে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন আঘাত হেনেছিল উপকূলে। ঐ অঞ্চলের সমস্ত জনপদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে সময় আমরা উপকূলের মানুষদের সাহায্য করার জন্য 'হেল্প' নামের একটা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। ব্র্যাকের ফজলে হাসান আবেদ ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ওখানে ছয়মাস কাজ করি। একদিন পাকিস্তানি আর্মি ভেবে আমাকে একদল লোক প্রায় মেরেই ফেলেছিল। আমার মুখভর্তি ছিল কালো দাড়ি আর পরনে ইউএস আর্মির প্যান্ট। ব্যস, আর যাই কোথা! আমাকে তো এই মারে আর সেই মারে। পরে ওদের বুঝিয়ে বললাম। ওরা ক্ষান্ত হল।

আরেক দিন আওয়ামী লীগের এক নেতার সঙ্গে সোনাদিয়া দ্বীপের দিকে যাত্রা করেছি। কিন্তু আমাদের ফিরে আসতে হল। চিটাগাং পোর্ট পাকিস্তানি আর্মি সিজ করে নিয়েছে। এরপর হাতিয়ার দিকে রওনা দিলাম। সেখানে এক জায়গায় হাট বসেছিল। লোকজন আমাদের হুমকি দিল। তাদের বোঝালাম, আমরা আসলে গরিব-দুস্থ লোকদের জন্য কাজ করছি। তারা কথা বুঝল। ভাল কাজের জন্য আমাদের সাধুবাদ জানাল। হাতিয়া থেকে ফিরবার পথে বোট ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। স্রোতের টানে আমরা রামগতির দিকে ভেসে গেলাম। সেখান থেকে চারদিন পর আমরা মানপুরায় ফিরি। ইতোমধ্যে ওরা ঢাকায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছে বোটডুবিতে আমাদের সলিল সমাধি হয়েছে। আমরা ফিরে আসায় সবাই খুশি হল।

২০০০ : স্বাধীনতা যুদ্ধে আপনার ভূমিকার কথা আরেকটু বিশদভাবে বলবেন কি?

ফাদার টিম : আগেই বলেছি, তখন আমি ছিলাম মানপুরা দ্বীপে। এটা মেঘনার মুখে হাতিয়া আর ভোলার মাঝামাঝি একটা দ্বীপ। আমরা ছিলাম এই দ্বীপের অতন্দ্র প্রহরী। দ্বীপের জনসংখ্যার ৩০% ছিল হিন্দু। তাদের দেখভালের দায়িত্বও ছিল আমাদের। এই দ্বীপে মিলিটারি কখনো ঢুকতে পারেনি। এখানে যারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ছিল, তাদের অত্যাচারের হাত থেকে নিরীহ দ্বীপবাসীদের রক্ষা করতাম। আগস্টে আমি ঢাকা চলে এলাম। ঢাকা থেকে তখন সব সাংবাদিককে বের করে দেওয়া হয়েছে, যেন পাকিস্তানি আর্মির নৃশংসতার কোনো খবর বাইরের দুনিয়ায় পৌঁছাতে না পারে। ঢাকায় ফিরে আমি গোপনে পাকবাহিনীর নৃশংসতার খবর জোগাড় করতে থাকি। সেগুলো পাঠাই ওয়াশিংটনে ড. জন রুডিসহ বিভিন্ন লবি গ্রুপের কাছে। যেন তারা এর বিরুদ্ধে বিশ্ব মতামত তৈরি করতে পারে।

২০০০: কীভাবে পাঠাতেন?

ফাদার টিম : চিঠি লিখতাম। এছাড়া বাইরে থেকে যারা এ দেশে আসত যেমন ধরুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দলের সদস্যদের আমি অত্যাচারের প্রমাণ দেখাতাম।

২০০০ : বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থানকে আপনি কীভাবে দেখেন?

ফাদার টিম : আমি সব সময় শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত ছিলাম। এমনকি এখনো বিভিন্নভাবে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে যাই। ধর্মতত্ত্ব, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় পড়িয়েছি। সারা বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অর্জনের শিক্ষা দিয়ে থাকি। আমাদের ম্যানুয়ালে নন ভায়োলেন্স সেটেলমেন্ট অব ডিসপিউটের কথাও বলা আছে। এগুলোকে আমরা সর্বজনীন

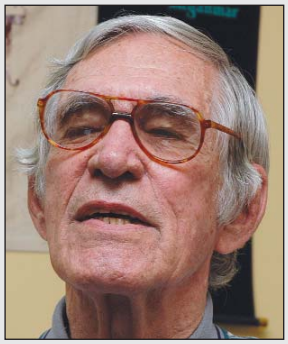

আমি তাদের বুঝিয়েছিলাম, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা মূলত ধর্মীয় কাজ। কেননা, সর্বজনীন মানবাধিকারের মূল্যবোধ পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে পাওয়া যায়। সেই দিক থেকে চিন্তা করলে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি

মানবাধিকারের মূল্যবোধ হিসাবে মনে করি। তবে এগুলো ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত।

একবার আমি ইমামদের ট্রেনিং দিতে গিয়েছিলাম। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম এই ভেবে যে, ওরা আমাকে কীভাবে গ্রহণ করবে। কারণ আমি একজন খ্রিস্টান যাজক। কিন্তু ট্রেনিং শেষ হবার পর ইমামরা বলতে লাগল- দেশের সব ইমামদের এই ট্রেনিং নেওয়া প্রয়োজন। আমি তাদের বুঝিয়েছিলাম, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা মূলত ধর্মীয় কাজ। কেননা, সর্বজনীন মানবাধিকারের মূল্যবোধ পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে পাওয়া যায়। সেই দিক থেকে চিন্তা করলে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি।

আমরা যখন মানবাধিকারের কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করলাম, তখন সবাই আমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল। সদস্যদের বেশির ভাগই ছিল মুসলমান, কিন্তু আমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে গিয়ে তারা আমার ধর্মের কথা ভাবেনি। আমার মনে হয় ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাটা পেলে কোনো মানুষই মৌলবাদী কিংবা জঙ্গি হতে পারে না।

২০০০ : বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

ফাদার টিম : বাংলাদেশের মানুষ ভীষণ শান্তিপ্রিয়, নিরীহ। কখনো রাস্তাঘাটে বাচ্চাদের মারামারি করতে দেখিনি। বড়দেরও এক কথায়, দু'কথায় লড়াইয়ে লিপ্ত হতে দেখিনি। এ দেশের মানুষ সব সময় শান্তির সঙ্গেই বসবাস করতে চায়।

২০০০ : যদি আপনার জীবনকাহিনী নিয়ে মুভি তৈরি হয়, তাহলে আপনার ভূমিকায় কাকে পছন্দ করবেন?

ফাদার টিম : আমি খুব ভাল করে এখনকার নায়ক-নায়িকাদের চিনি না। তবে অবশ্যই হ্যান্ডসাম কাউকে পছন্দ করব।

২০০০ : বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশে আপনি যেতে চাইবেন?

ফাদার টিম : কখনো অবসরে যেতে চাই না। যদি কখনো আমাকে অবসরে যেতে হয় আর বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে বলা হয়, তাহলে ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকতে পছন্দ করব। কারণ ওখানে মরুভূমি, পাহাড়, লেক, সমুদ্র- সবকিছুই আছে।

২০০০ : আপনাকে এখন যদি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, তাহলে কি খুশি হবেন?

ফাদার টিম : (খানিক ভেবে) আমি নিশ্চিত নই। কী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে সেটা দেওয়া হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে আমার খুশি হওয়া না হওয়া।

২০০০ : নটরডেম কলেজে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন। আপনি একসময় ওখানকার প্রিন্সিপাল ছিলেন।

ফাদার টিম : আমি খুব অল্প সময়ের জন্য নটরডেম কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম। বেশিদিন কাজ করতে পারিনি। কারণ ১৯৭০ সালের সাইক্লোন এবং পরবর্তীতে '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে অন্য অনেক কাজে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। ১৯৭১ সালে কারিতাসে যোগ দিই। সে সময় দেশব্যাপী কারিতাসের যে প্রোগ্রামগুলো চলছিল, আমি সেগুলোর ইনচার্জ ছিলাম। শুধু এতটুকু বলতে পারি, পড়ানোর ক্ষেত্রে সব সময় আমি খুব আন্তরিক ছিলাম।

২০০০ : কারিতাসের মিশন এবং ভিশন কী?

ফাদার টিম : সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই কারিতাসের মিশন এবং ভিশন।

২০০০ : ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান?

ফাদার টিম : আমি বাংলাদেশের জন্য দুটো স্বপ্ন দেখি। একটা হচ্ছে স্বনির্ভরতা অর্জন, আরেকটা শস্য বিপ্লব। বাংলাদেশ যদি এই দুটো বিষয়কে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে শীঘ্রই বাংলাদেশের উন্নতি হবে। এ ছাড়াও আমি দেখতে চাই, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা কমেছে।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**